ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ বৈশাখ ১৪৩১, ১৫ এপ্রিল ২০২৪

উপাচার্যের ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের অনাবিল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন।

গত ০৮ এপ্রিল ২০২৪ সোমবার এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনে সৌহার্দ, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে আসে। ঈদ-উল-ফিতর সকলের মাঝে আত্মশুদ্ধি, উদারতা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সকল ভেদাভেদ ভুলে এই দিনে সবাই সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে মিলিত হয়। প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, মাহে রমজানের আত্মশুদ্ধি ও সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও অনাবিল মঙ্গল কামনা করেন।

গত ১৩ এপ্রিল ২০২৪ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও চিরন্তন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষের উৎসব একটি অসাম্প্রদায়িক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সর্বজনীন উৎসব। আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে আসছে। এর সাথে রয়েছে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক। পহেলা বৈশাখ সকল শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। নববর্ষের প্রেরণায় মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সাম্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি।

উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অতীতের গ্লানি, দুঃখ, জরা মুছে অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন কেতন উড়িয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ সকলের জীবনে আরও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে দেশ নবউদ্যোমে আরও এগিয়ে যাবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আরও বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করে বিশ্ববাসীর কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধু'র কালজয়ী নেতৃত্ব পৃথিবীর সকল নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সম্পদ–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে গত ২৬ মার্চ ২০২৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ১১.৩০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি, শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিলো জনগণের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও গভীর আস্থা। তেমনি বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বের প্রতি জনগণেরও ছিলো অকৃত্রিম আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী পরিলক্ষিত ও বিকশিত হয়। বঙ্গবন্ধু'র জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই একটি নতুন (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর একুশে পদক লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ও দেশবরেণ্য কবি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ভাষা ও সাহিত্য ক্যাটাগরিতে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক-২০২৪' লাভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পদক তুলে দেন। এর আগে ২০২০ সালে 'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি'- এই অমর পঙ্‌ক্তির রচয়িতা কবি মুহাম্মদ সামাদ 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছিলেন। ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই অবরুদ্ধ ভয়ের সময়ে তাঁর কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি' সারা দেশের দেয়ালে-পোস্টারে-মঞ্চের ব্যানারে খঁচিত হয়ে বাঙালি জাতিকে সাহস জুগিয়েছে ও উজ্জীবিত করেছে।

ড. মুহাম্মদ সামাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে ২০০৫ এবং ২০০৯ সালে পর-পর দুইবার পাঠদান করে সুনাম অর্জন করেছেন। ২০০৯ সালে সমাজকর্ম শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ওয়াশিংটনস্থ সিএসডব্লিউই পরিচালিত 'ক্যাথেরিন ক্যান্ডাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর ফেলো হিসেবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উচ্চশিক্ষার তুলনামূলক অবস্থার ওপর গবেষণা করেন। টোকিওর 'জাপান কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)'-এর উপাচার্যের দায়িত্ব (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধু'র ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধু কালজয়ী অনন্য সাধারণ বিশ্বনেতা–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এমন এক মহান নেতা যিনি কোন সময়ের মধ্যে আবদ্ধ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। তিনি কালজয়ী একজন অনন্য সাধারণ বিশ্বনেতা। পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সংগ্রামী জীবন, আদর্শ ও দর্শন টিকে থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে আনব হাসি সবার ঘরে'।

আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মাদ আবু কাওছারসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, যেকোন অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শৈশবকাল থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই অসহায়, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যখন যেখানে, যেভাবে ছিলেন সেখানেই তিনি এদেশের মানুষের কথা ভাবতেন। এদেশের মানুষকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র উপহার দেয়াই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ক্রমাগত আন্দোলন, সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন এবং আমাদের রাজনৈতিক, ভৌগলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছেন। উপাচার্য আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু'র অসমাপ্ত কাজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করে দেশকে এক (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি-এ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকাল ৯.১৫টায় চারুকলা অনুষদ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা শাহবাগ মোড় ও শিশুপার্ক সংলগ্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় শাহবাগ মোড় হয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক 'মানবতার স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষিত মঙ্গল শোভাযাত্রার এবারের স্লোগান ছিল 'আমরা তো তিমিরবিনাশী'।

বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান, ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বসাধারণ অংশগ্রহণ করেন।

শোভাযাত্রায় এবার স্থান পায় ৫টি মোটিফ। মোটিফ ৫টি হলো- পাখি, হাতি, ভোঁদর, ফুল হাতে শিশু পুতুল এবং চাকার মধ্যে চোখ নিয়ে ভিন্ন রকম একটি শিল্পকর্ম। একইসঙ্গে শোভাযাত্রায় বিভিন্ন মুখোশ, পেঁচা, ঘোড়া, পুতুল, নকশি পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হয়। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগতরা কোন ধরনের মুখোশ পরেনি এবং ব্যাগ বহন করেনি। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেউ ভুভুজিলা বাঁশি বাজায়নি। এছাড়া, ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য যানবাহন ও মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ ছিল।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'গণহত্যা দিবস' পালিত

জাতিসংঘসহ বিশ্বসম্প্রদায়কে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে গত ২৫ মার্চ ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর সভাপতিত্বে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার আগে গণহত্যার উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশে নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষের উপর যে গণহত্যা চালিয়েছিলো তা ছিলো পরিকল্পিত। তিনি বলেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুঝে গিয়েছিলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদেশের স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে উঠবে এবং এই আন্দোলন তারা দমিয়ে রাখতে পারবে না। একারণেই ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর অন্যতম টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল), ঐতিহাসিক বটতলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্থাপনাসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিপ্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর নৃশংসতম গণহত্যা চালায়। এধরনের গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যকোনো দেশে কখনও ঘটেনি।

উপাচার্য আরো বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে আন্তর্জাতিক গণহত্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি রাখে। এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়া হলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও যারা গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তারা সতর্ক হবে। 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের নামে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী পরিচালিত এই নারকীয় গণহত্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে অতিদ্রুত স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর, নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম সাক্ষী। এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি করে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তার ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে আলোচনা সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জগন্নাথ হল গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ১১:০০টা থেকে ১১:০১টা পর্যন্ত জরুরি স্থাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গায় এক মিনিট "ব্লাক-আউট" কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়া, গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বা'দ জোহর মসজিদুল জামিয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মসজিদসমূহে এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহিদদের রুহের মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর একুশে পদক লাভ

(১ম পৃষ্ঠার পর) সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে কবি মুহাম্মদ সামাদের কবিতা ও প্রবন্ধ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কবিতা, কাব্যানুবাদ, বঙ্গবন্ধু, সমাজ উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি মিলিয়ে তার মোট প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩১টি। তার মধ্যে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। কাব্যগ্রন্থ: *আমি তোমাদের কবি* (২০১৯); *আমার দুচোখ জলে ভরে যায়* (২০১২); *আজ শরতের আকাশে পূর্ণিমা* (২০০৫); *চলো, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজি* (১৯৯৬); *পোড়াবে চন্দন কাঠ* (১৯৮৯); *আমি নই ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে* (১৯৮৫); *একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টো* (১৯৮৩) *কবিতাসংগ্রহ* (২০০০); *প্রেমের কবিতা* (২০০৮); *উৎসবের কবিতা* ([সম্পাদিত] (১৯৯৬); *ত্রিপুরার বাংলা কবিতা* (২০১৬); *Selected Poems* (2008); অনূদিত কাব্যগ্রন্থ: *সাত দেশের কবিতা* (সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কারপ্রাপ্ত); *ট্রান্সট্রয়মারের কবিতা* (মুহাম্মদ সামাদ এবং আনিসুর রহমান; ২০১৯)। উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ: *Social Service Activities of Religious Institutions in Bangladesh*; *Participation of the Rural Poor in Government and NGO Programs in Bangladesh*; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *The Invisible People: Poverty and Resiliency in the Dhaka Slums* প্রভৃতি। কবি মুহাম্মদ সামাদ-এর কবিতা ইংরেজি, সুইডিশ, ইতালিয়ান, গ্রিক, চীনা, সার্বিয়ান, হিন্দি, সিনহালি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কাব্যক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি চীনের ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (আইপিটিআরসি) ও গ্রিক একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস ঘোষিত 'প্রাইজেস ২০১৮: ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট পোয়েট' পুরস্কার (২০১৮); সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কার (২০১৭); কবি জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (২০১৭); সাহিত্য একাডেমি সম্মাননা, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২০১৭); কবি জসীমউদদীন সাহিত্য পুরস্কার (২০১৭); প্রথম আলো পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (২০১৬), কবিতালাপ পুরস্কার (২০১৫); সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্য পুরস্কার (২০১১); কপোতাক্ষ সাহিত্য পুরস্কার (২০১০); কবি বিষ্ণু দে পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (২০০৮); কবি সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার (২০০১) এবং ত্রিভূজ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) অর্জন করেন।

একজন কবি ও শিক্ষক-গবেষক হিসেবে ড. মুহাম্মদ সামাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ইতালি, ভ্যাটিক্যান সিটি, গ্রিস, তুরস্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম সফর করেন। জাতীয় কবিতা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ সামাদ ২০১৭ সাল থেকে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

দায়িত্ব অবহেলা ও কাজ ফাঁকি দেয়া আর্থিক দুর্নীতির চেয়েও বড় দুর্নীতি–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল নীতি-নৈতিকতার ঘাটতি, দায়িত্ব অবহেলা ও কাজ ফাঁকি দেয়াকে আর্থিক দুর্নীতির চেয়েও বড় দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গত ৬ মার্চ ২০২৪ আইন বিভাগের সেমিনার কক্ষে ৪ দিনব্যাপী 'দুর্নীতি বিরোধী মুট কোর্ট' প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি মুট কোর্ট সোসাইটি (ডিইউএমসিএস) যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সীমা জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গবেষণায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা কর্মচারিসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছ হলে অন্য প্রতিষ্ঠানও স্বচ্ছ হবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রায়োগিক জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতি বিরোধী বিষয়াবলী বিশ্লেষণ করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ২০টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই মুটকোর্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ ১৬ব্যাচ এবং এমবিএ ৩য় ও ৪র্থ ব্যাচের নবীনবরণ এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গত ১১ মার্চ ২০২৪ রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ বরণ সাহা, বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান এবং হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর জেনারেল ম্যানেজার আশ্বনি নায়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপরিকল্পনা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে। নিয়মানুবর্তিতা মেনে নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা করে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

'ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক' বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুইডেনের কেটিএইচ রয়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ গত ১২ মার্চ ২০২৪ বিভাগীয় মিলনায়তনে 'আর্সেনিক ইন গ্রাউন্ডওয়াটার--সাসটেইনেবল মিটিগেশন এন্ড সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং ফর এনহ্যান্সিং ড্রিংকিং ওয়াটার সেফটি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে এই সেমিনার উদ্বোধন করেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং ঢাকাস্থ সুইডিশ দূতাবাসের হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন মিস. মারিয়া স্ট্রীডসম্যান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং কেটিএইচ-এর অধ্যাপক ড. প্রসূন ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আজিজ হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পানিতে আর্সেনিক দূষণকে একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় উল্লেখ করে বলেন, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবার পানির জন্য আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার আর্সেনিক দূষণ রোধে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেটিএইচ-এর মধ্যে এই যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে এবং এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং কেটিএইচ রয়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি সুইডেনের বিভিন্ন গবেষণা ফান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ রোধ এবং নিরাপদ ও বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত করতে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঢাবি-এ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও অনাবিল মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি বলেন, আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই মঙ্গল শোভাযাত্রা শুধু বাঙালির সম্পদ নয়, এটি বিশ্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উপাচার্য বলেন, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমরা আলোর দিশারী। অন্ধকার ভেদ করে সমাজে আলো ছড়াতে এবং সমাজের সকল কুপমণ্ডুকতা দূর করতে এবার আমরা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছি 'আমরা তো তিমিরবিনাশী'। অতীতের গ্লানি, দুঃখ, জরা মুছে অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন কেতন উড়িয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ সকলের জীবনে আরও সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঐতিহাসিক বটতলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ মার্চ ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়: মুহম্মদ আবদুল হাই জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ'-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইশতিয়াক হাসান।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস)-এর উদ্যোগে গত ১১ মার্চ ২০২৪ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ড. মো. হাবিবুল্লাহ অডিটোরিয়ামে সোসাইটির ম্যাগাজিন 'প্রতিবাক'-এর প্রকাশনা উৎসব এবং ২০২২-২০২৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইউডিএস-এর সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডিইউডিএস-এর চিফ মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল

জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আকিরা হারাতা-এর নেতৃত্বে ১১-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যের মধ্যে ছিলেন কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক শুজি শিমিজু, অধ্যাপক তোমোহিকো আকাহোশি, অধ্যাপক কাজুও আছাহিরো এবং অধ্যাপক সাহা বিদ্যুৎ বরণ।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজনের ব্যাপারেও বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করায় কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিসেস. ম্যারি মাসদুপুঁই গত ৩১ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি'র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক মি. ফ্রাঁসোয়া গ্রোজজিন এবং ঢাবি সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর ড. তনিয়া এস্ট্রিড ক্যাপুয়ানো উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি ও জোরদার করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়, ঢাবি আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ফ্রেন্স ভাষা শিক্ষা কোর্সের সম্প্রসারণ এবং ঢাবি সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রদূত মিসেস. ম্যারি মাসদুপুঁই বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ফ্রান্সের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি উপাচার্যকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণ শিক্ষকদের বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, মেডিকেল সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রান্সের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। এছাড়া, ঢাবি আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ফ্রেন্স ভাষা শিক্ষা কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকেও ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আগামী অক্টোবর মাসে চারুকলা অনুষদে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্কশপে ফ্রান্সের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন বলে রাষ্ট্রদূত উপাচার্যকে অবহিত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাবিতে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করায় উপাচার্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুঁই ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে প্রতিষ্ঠিত 'অ্যানিমেশন ল্যাব' পরিদর্শন করেন। এসময় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেডের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যান জুনফেং-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ এপ্রিল ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের পরিচালক মিঃ লি জংশেং, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ অ্যালেন লিউ এবং অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর মিঃ আর্থার ঝু কোয়ান।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ফিনটেক, ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং স্মার্ট এডুকেশন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের হুয়াওয়ে ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আকিরা হারাতা-এর নেতৃত্বে ১১-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিসেস. ম্যারি মাসদুপুঁই গত ৩১ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

চীনের হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেডের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যান জুনফেং-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ এপ্রিল ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাবি-এ 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ'-এর উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৪ মার্চ ২০২৪ আনুষ্ঠানিকভাবে 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ'-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ দিদার-উল-আলম, চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. চেন ডংঝিয়াও, ইস্ট চায়না নরমাল ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. যু হোংলিয়ান এবং ইউনান ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হু জিনমিং বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. সামসাদ মুর্তূজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, প্রক্টর, অফিস প্রধানগণ এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা, গবেষণা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। চীনের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনে সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত এই 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে এই সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. চেন ডংঝিয়াও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি 'লেটার অব ইনটেন্ট' স্বাক্ষরিত হয়।

অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৩ মার্চ ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অপরাধ বিজ্ঞানী এবং খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। তিনি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক সমিতি, একাডেমিক কাউন্সিলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, তিনি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ক্রিমিনোলজির বোর্ড ডিরেক্টর এবং ঢাবি'র সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের পরিচালক হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। নিজ বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই গুণী শিক্ষক। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই শিক্ষক ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। তিনি সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে অপরাধ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন এবং অপরাধের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করতেন। সমাজ বিজ্ঞান বিশেষ করে অপরাধ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য অধ্যাপক জিয়া স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান গত ২৩ মার্চ ২০২৪ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' এবং সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে 'Development and Governance Experiences in China and Bangladesh' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ২৫ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী সেশনে চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. চেন ডংঝিয়াও, ইউনেস্কোর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. সুসান ভাইজ, এফএও-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. শি জিয়াওকুন এবং ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার। এছাড়া, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বিশেষ প্রতিবেদন সেশনে চীনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইয়াও ইয়াং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. দিদার-উল-আলম, ইস্ট চায়না নরমাল ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. যু হোংলিয়ান এবং ইউনান ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হু জিনমিং বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং বৈশ্বিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ এবং চীনের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, মূল্যবোধের বিকাশ ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম তৈরি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন বলেন, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দু'দেশের আধুনিকায়নে বাংলাদেশ এবং চীন একসঙ্গে কাজ করছে। তিনি দু' বন্ধুরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সংলাপ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি পেলেন ৪০ শিক্ষার্থী

বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৮ মার্চ ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মন্ত্রী মি. মাচিদা তাৎসুয়া এবং সুমিতমো কর্পোরেশনের কান্ট্রি জেনারেল ম্যানেজার মি. শিনিচি নাগাতা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স) শফিউল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় তিনি সুমিতমো কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান সরকারের সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. মোর্শেদ আলম শফিক (গণিত), মো. শাকিবউর রহমান (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল), প্রিয়া কুন্ডু (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), তায়েবা বিনতে হান্নান (লোক প্রশাসন), নমল উমামা চৌধুরী (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সোমা রানী (দর্শন), মো. ফরিদুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), মো. আবু সোলায়মান শান্ত (ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি), মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ও জাহিদুল হক (সমাজকল্যাণ)।

দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. সজল হোসেন (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং), শিমু শাহা (ফিন্যান্স), শেখ শাকিল হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাসনিম জুয়াইরিয়া বিন্তি (জাপানিজ স্টাডিজ), গোলাম মোস্তফা (মার্কেটিং), সাদিয়া চৌধুরী (গণিত), লেসমি রানী (ইতিহাস), মাহমুদা খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ইব্রাহিম সরকার (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস) এবং তানজিনা আক্তার (আইন)।

তৃতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মতিয়া নূর রাইসা (জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি), আহমেদ আদনান (আই.আই.টি), মাজহারুল ইসলাম (ইসলামিক স্টাডিজ), মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম (গণিত), আরিফা হক (পদার্থ বিজ্ঞান), মাইকেল সাগর সরকার (আইন), মোঃ কামরুল হাসান রাব্বি (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), ত্রিশা নন্দী (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), আব্দুল মুহাইমিন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) এবং আপেল চন্দ্রো (মনোবিজ্ঞান)।

চতুর্থ বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- বুশরা জাহান (ইংরেজী), রেসমা আক্তার (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), নুজহাত নুয়েরি খান (গণিত), রুবাইয়া ইসলাম (আইন), ফজলে আজম (আইন), সালমা আক্তার ঝুমা (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), মোঃ তৌহিদুল ইসলাম (অর্থনীতি), ফরহাদী আনোয়ার (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), আজফা তৌহিদা দৈবী (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স) এবং মোছাঃ সিফাত-ই-সুলতানা (শিক্ষা ও গবেষণা)।

মো. মুনিরুল ইসলাম এবং সামসুন্নাহার বেগম ট্রাস্ট ফান্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মো. মুনিরুল ইসলাম এবং সামসুন্নাহার বেগম ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। পিতামাতার নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানা ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২০ মার্চ ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ড. উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানার সহোদরগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ২ জন অনাথ ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত মো. মুনিরুল ইসলাম বিএডিসির মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। মিসেস সামসুন্নাহার বেগম ২০১৩ সালে আজাদ প্রোডাক্টস কর্তৃক সম্মানসূচক 'রত্নগর্ভা মা' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

ঢাবি এবং এনসিসি ব্যাংকের মধ্যে গবেষণা সহায়তা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ এবং এনসিসি ব্যাংকের মধ্যে গত ১ এপ্রিল ২০২৪ গবেষণা সহায়তা সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক এবং এনসিসি ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মনিরুল আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, ইউজিসি অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী এম শামসুল আরেফিন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাহবুব আলম উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় পাট বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার জন্য এনসিসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে। এই গবেষণার মাধ্যমে অল্প পানি ব্যবহার করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পাটের আঁশ ছাড়ানের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে বলে গবেষকগণ আশা করছেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামের নেতৃত্বে গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হবে। পাটের গুনগতমান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এই গবেষণা অসাধারণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সিএসআর-এর আওতায় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগকে গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য এনসিসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। দেশের অন্যান্য ব্যাংকও শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের সকল অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ফান্ড গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি এনসিসি ব্যাংকসহ দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু'র কালজয়ী নেতৃত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর) ইতিহাস, আর এই ইতিহাসই আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু জন্মগতভাবেই মহান ছিলেন। মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা তিনি বলতেন ও করতেন। এজন্য তিনি কখনও পরাজিত হন নি, সাহস নিয়ে সকল প্রতিকূলতা ও অপশক্তি মোকাবেলা করে সবসময় এগিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বের উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বস্তরের জনতা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ও আত্মাহুতি দিয়েছিলো।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আরও বলেন, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, সততার সাথে বলিষ্ঠ আন্দোলন, সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মহত্ব অর্জন করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্ব কালোত্তীর্ণ ও কালজয়ী এবং তিনি পৃথিবীর সকল নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সম্পদ।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এছাড়া, শহিদদের আত্মার মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বা'দ জোহর মসজিদুল জামিয়ায় বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। কার্জন হল ও টিএসসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কালজয়ী অনন্য সাধারণ বিশ্বনেতা

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি এখনও বিভিন্ন চক্রান্ত ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে দেশবিরোধী অপশক্তি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এসব দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে তরুণ সমাজসহ সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন), প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা), সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকালে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর চত্বরে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়া, চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। এসময় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনসহ শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মোট ৩টি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাত ১২টা ১ মিনিটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে কেক কাটা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কেক কাটেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আকরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বাদজোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়া'য় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং আবাসিক হল ও হোস্টেলের মসজিদ ও উপাসনালয়ে দোয়া, প্রার্থনা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৬জন শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৯ মার্চ ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. একেএম মাহবুব হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ড. তাপস চন্দ্র পাল বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, দেশ, জাতি ও পরিবারের প্রত্যাশা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। ট্রাস্ট ফান্ডের দাতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানব কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য তিনি দাতাকে ধন্যবাদ দেন।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, মাহিয়ুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট), আল আরাফাহ (অর্থনীতি), বাবুল মিয়া (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি), নয়ন চন্দ্র বর্মণ (ফার্মেসী), সাদিয়া শারমিন চৈতি (ফার্মেসী) ও রাবিনা আক্তার রোশনী (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।

ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৩০জন শিক্ষার্থী

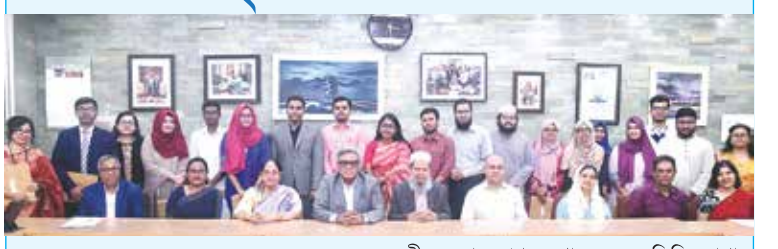

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ৪টি বিভাগের ১৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি" এবং ১৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "প্রফেসর মাহফুজা খানম-ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বৃত্তি" প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৮ মার্চ ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সীমা জামান, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক মাহফুজা খানম, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপারসন এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান। এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথ দেখাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

"মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি" প্রাপ্তরা হলেন, মো. জহির রায়হান, ফাবলিহা ফাইরুজ, আফরিন রহমান মিলি, খন্দকার জিলহজ্জ, আনিকা আফরোজ, এস এম আবরার রশিদ, জান্নাতুল নাঈমা ও মো. আব্দুর রহমান (ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স) এবং রিফাতুর রহিম, অথয় জামান, লিয়া তেরেসা কস্তা, সাবিত হাসান সুমন, আতিয়া সানজিদা সুষমা, এসএম মাশরুর আরেফিন অয়ন, তাসনিম নওশিন ফারিহা ও মো. আবদুল্লাহ (উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ)

"প্রফেসর মাহফুজা খানম-ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বৃত্তি" প্রাপ্তরা হলেন সুমিত বিশ্বাস, সুমি আক্তার, সুশুভজয় বড়ুয়া, রাবেয়া সুলতানা ও মাইশা ফাহমিদা (পদার্থবিজ্ঞান) এবং আব্দুর রহমান মজুমদার, আফ্রিদা নওশিন, শাহরিমা তানজিন অর্নি, তাহসীন লুবাবা, আলী মাশরাফ, রুবাইয়াত হাসান শাওন, সুরাইয়া ফেরদৌস, তাসনিম ও হেলাল মোর্শেদ অমিও (আইন)

'ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি পেলেন ৫জন শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ফ্যামিলি ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ গত ২০ মার্চ ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি প্রদান করেন।

এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার ও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন উপস্থিত ছিলেন।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, মো. হালিম বাদশা (গণিত), মো. মেহেদী হাসান (গণিত), হৃদিতা ভৌমিক অর্না (পরিসংখ্যান), মো. আছিব হোসেন (ফলিত গণিত) ও শামস তুনাল তোহা (এপ্লাইড স্ট্যাটিসটিকস এন্ড ডাটা সায়েন্স)।

উল্লেখ্য, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ২০২৩ সালে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫